সাধারণ ব্যাংকিং আইন এবং অনুশীলন (LPGB)

For JAIBB

First Edition: September 2023
Second Edition: March 2024
Third Edition: June 2024
Fourth Edition: January 2025

Do not copy or share this material; the author worked hard on it and holds the copyright.

Edited By:

Mohammad Samir Uddin, CFA
Chief Executive Officer
MBL Asset Management Limited
Former Principal Officer of EXIM Bank Limited
CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.
বাংলাদেশ ব্যাংকA, MBA (Major in finance) From Dhaka University
Qualified in Banking Diploma and Islami Banking Diploma
Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE
Founder: MetaMentor Center, Unlock Your Potential Here.

Price: 250Tk.
For Order:
www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01917298482

Metamentor Center
Unlock Your Potential Here.

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	*পার্ট-১:*	পৃষ্ঠা নং
১	মডিউল-এ: *আর্থিক প্রতিষ্ঠান-সম্পর্কিত আইন*	5-21
২	মডিউল-বি: *আর্থিক উপকরণ-সম্পর্কিত আইন*	22-23
৩	মডিউল-সি: *আর্থিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত আইন*	24-28
৪	মডিউল-ডি: *ব্যবসা-সম্পর্কিত আইন*	29-40
৫	মডিউল-ই: *তথ্য এবং তথ্য-সম্পর্কিত আইন*	41-42
৬	মডিউল-এফ: *সাধারণ আইন*	43-43
	পার্ট ২:	
৭	মডিউল-এ: *ব্যাংকিং ব্যবসার ওভারভিউ*	44-49
৮	মডিউল-বি: *আমানত হিসাব এবং অপারেশন*	50-60
৯	মডিউল-সি: **নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্ট ১৮৮১**	61-75
১০	মডিউল-ডি: **সাধারণ ব্যাংকিং**	76-84
১১	মডিউল-ই: **অর্থ ব্যবস্থাপনা**	85-89
১২	মডিউল-এফ: **অন্যান্য সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রম**	90-92
১৩	*সংক্ষীপ্ত টীকা*	93-108
১৪	*পার্থক্য*	109-121
	বিগত বছরের প্রশ্ন	122-128

Suggestion:

- **Read 4 star and 5 star marked chapter if you have time shortage to read all chapter.**
- **Must read short notes from all chapter.**
- **MetaMentor Center suggest to read whole note to find 100% common in exam. We cover everything in our note.**

Important	Details	Number of Question common in previous years
*****	Module-A: *Financial Institutions Related Laws*	17
*	Module-B: *Financial Instrument Related Laws*	1
****	Module-C: *Financial Activities Related Laws*	9
*****	Module-D: *Business Related Laws*	10
*	Module-E: *Information and Data Related Laws*	1
*	Module-F: *General Laws*	1
	Part-II	
****	Module-A: *Overview*	10
*****	Module-B: *Deposit Accounts & Operation*	13
*****	Module-C: *Negotiable Instruments Act 1881*	18
***	Module-D: *General Banking*	8
*	Module-E: *Cash Management*	2
**	Module-F: *Other General Banking*	3
*****All short note from all chapter and end of note *****		

Syllabus

Part- I

Module A: Financial Institutions Related Laws

Bangladesh Bank Order, 1972; Bank Company Act, 1998; Financial Institutions Act, 1993; Artho Rin Adalat, 2003

Module B: Financial Instrument Related Laws

Negotiable Instrument Act, 1881; Note Refund Regulations, 2012

Module C: Financial Activities Related Laws

Foreign Exchange Regulation Act, 1947; Money Laundering Prevention Act, 2012; Anti-terrorism Act, 2009

Module D: Business Related Laws

Company Act, 1994; Contract Act, 1872; Transfer of Property Act, 1882; Limitation Act, 1908; Bankruptcy Act, 1997; Customs Act, 1969; Stamp Act, 1899; Partnership Act, 1932; Registration Act, 1908

Module E: Information and Data Related Laws

Bankers Book Evidence Act, 1891; Information and Communication Technology Act, 2006; Digital Security Act, 2018; Right to Information Act, 2009

Module F: General Laws

Bangladesh Environment Conservation Act, 1995; Power of Attorney Act, 2012; Bank Deposit Insurance Act, 2000

Part-II

Module A: Overview

Bank, Types of Banks, Functions of Banks, Areas of General Banking, Customers, Relationship with the customers, Rights & Obligations of banks & customers, Providing services in accordance with customer acceptance policy & schedule of charges Module

Module B: Deposit Accounts & Operation

Customer and UCIC (Unique Customer Identification Code) KYC, e-KYC, CDD (customer due diligence), EDD, PEPs/IPs, Beneficial Owner, Types of Deposit Accounts, Procedures of opening of Accounts and relevant documents required for opening of accounts, introduction, Letter of

thanks, Sanction screening, Opening of Account through digital Platform, Issuance of Cheque book.

Module C: Negotiable Instruments Act 1881

Negotiable Instrument, Promissory note, Bill of exchange, Cheque, Drawer & Drawee, Payee, Holder, Holder in due Course, Payment in due Course, inland instruments, foreign instruments, Negotiation, Endorsement, Effect of endorsement, Cheque payable to order, effect of material, revolution of bankers' authority, crossing of cheques & its effects, Collecting Banks' responsibility.

Module D: General Banking

Debit Cards, Internet banking, Transfer of accounts, standing instruction, Stop & lost payment instruction & its revocation, Dormant accounts and its revival, unclaimed deposit accounts, closing of accounts, Operation of minor students, no-frills, Incapacitated-sick-disabled accounts, Resident & Non-Residents Accounts, Accounting entries related to deposit/withdrawal/transfer of money. Fees and commission, charging interest in deposit/loan accounts, encashment of deposit accounts, Tax and Excise duty, Issuance and payment orders, Demand draft, Telegraphic Transfer, Cancellation and Duplicate Issuance, BACH operation management, BEFTN, NPSB and RTGS.

Module E: Cash Management

Demand and time liabilities (DTL), Calculation and maintenance of CRR, Maintenance of clearing accounts with Bangladesh Bank and other banks, Vault limit and transit limit management, Insurance Coverage, Management of cash in vault, Counter, ATM and feeding branches, Handling of Mutilated/Torn/ soiled/ issue/re-issue and fake notes, Purchase, sell of prize Bond, Maintenance of security stationary, stamps, safe in-safe out Registrar, Management of Locker and safe custody services, Inward and outward bills for collection (IBC and OBC), e-chalan, A-chalan, E-gp. Payment foreign inward remittance (COC and A/C payee)

Module F: Other General Banking

Reconciliation/ checking of daily activity report, DCFCL, Management and Preservation of records, Documents and Vouchers, checking of daily statement of affairs/income and expenditure related statement, balancing of all heads of general ledger (GL)

পার্ট ১: মডিউল-এ
আর্থিক প্রতিষ্ঠান-সম্পর্কিত আইন

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২

প্রশ্ন ০১: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
অথবা, বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা করুন। (BPE-99th)
অথবা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা করুন। (জুন ১৩)
অথবা, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলী উল্লেখ করুন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলী হলো:

1. **আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন:** অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য আর্থিক নীতি তৈরি ও প্রয়োগ করা।
2. **বৈদেশিক মুদ্রা নীতি পরিচালনা:** বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।
3. **সরকারকে পরামর্শ প্রদান:** মৌলিক আর্থিক নীতি, রাজস্ব নীতি এবং বিনিময় হার নীতি নিয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা।
4. **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা:** বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
5. **পেমেন্ট সিস্টেম উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ:** একটি নিরাপদ, কার্যকর এবং সহজ পেমেন্ট সিস্টেম নিশ্চিত করা এবং ব্যাংক নোট ইস্যু করা।
6. **আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান:** ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ করা, যাতে আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

এই কার্যাবলীর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থনীতির সঠিক পরিচালনা নিশ্চিত করে এবং একটি স্থিতিশীল আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

প্রশ্ন-২ পরিচালনা পর্ষদ গঠন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন। পরিচালনা পর্ষদের ম্যান্ডেট আলোচনা করুন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হবে: -

১. এক জন গভর্নর।
২. ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত একজন ডেপুটি গভর্নর।
৩. চারজন পরিচালক: যারা সরকারের মতে, ব্যাংকিং, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প বা কৃষি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা এবং সক্ষমতা দেখিয়েছেন এমন এবং তারা সরকারি কর্মকর্তা হবেন না।
৪. সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন সরকারি কর্মকর্তা।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ:

বাংলাদেশ ব্যাংকের আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী

1. পরিচালনা পর্ষদের ম্যান্ডেট হল মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণ করা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিচালনা করা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের প্রচার করা এবং আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা।
2. পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশাবলী এবং নির্দেশিকা জারি করা, লাইসেন্স এবং অনুমোদন প্রদান, পরিদর্শন এবং নিরীক্ষা পরিচালনা, জরিমানা এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং আর্থিক ব্যবস্থার সুস্থতা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে।

প্রশ্ন ০৩: বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ অনুযায়ী সমন্বয় পরিষদের কাঠামো কী?

সমন্বয় পরিষদের সদস্যরা হলেন:

- **অর্থমন্ত্রী (চেয়ারম্যান)**
- **বাণিজ্যমন্ত্রী (সদস্য)**
- **গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক (সদস্য)**
- **সচিব, অর্থ বিভাগ (সদস্য)**
- **সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (সদস্য)**

- **পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (প্রোগ্রামিং) (সদস্য)**

এই সদস্যদের সমন্বয়ে সমন্বয় পরিষদ গঠিত হয়।

প্রশ্ন ০৪: বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ অনুযায়ী সমন্বয় পরিষদের প্রধান কার্যাবলী কী?

সমন্বয় পরিষদের প্রধান কার্যাবলী হলো:

1. **ম্যাক্রোইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক সমন্বয়:** রাজস্ব, আর্থিক এবং বিনিময় হার নীতি ও কৌশলগুলোর মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা।
2. **সমন্বয় রক্ষা করা:** অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি এবং বৈদেশিক খাতের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা।
3. **বাজেট প্রণয়ন:** বাজেট চূড়ান্ত করার আগে সভা করে সরকারি খাতের ঋণ গ্রহণ এবং বেসরকারি খাতের ঋণ চাহিদা নির্ধারণ।
4. **ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা:** প্রতি ত্রৈমাসিকে বৈঠক করে ম্যাক্রোইকোনমিক নীতিমালা পর্যালোচনা এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে সীমা ও লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করা।
5. **সরকারি ঋণের সীমা নির্ধারণ:** বছরের বাজেট ঘোষণার আগে এবং পরে সরকারি ঋণের সীমা মূল্যায়ন এবং সমন্বয় করা।

এই কার্যাবলী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য আর্থিক ও রাজস্ব নীতির কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন ০৫: বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর আইন হিসেবে অবস্থান ব্যাখ্যা করুন। BPE-98th.

- **বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২** বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা, কার্যক্রম এবং কার্যাবলী পরিচালনার জন্য মূল আইন হিসেবে কাজ করে। এটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই সরকারের মাধ্যমে প্রচলিত হয়, যা দেশের আর্থিক ও মুদ্রাবিষয়ক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণীত হয়।
- আইন হিসেবে, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ গুরুত্বপূর্ণ আইনি ক্ষমতা ধারণ করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমের জন্য ভিত্তিমূলক কাঠামো প্রদান করে। এতে ব্যাংকের লক্ষ্য, ক্ষমতা এবং কার্যাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণ, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিচালনা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।
- বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত হয়েছে, যাতে পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও আর্থিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এটি উপযোগী থাকে। এটি সরকারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের জারি করা নীতিমালা, নির্দেশনা এবং নিয়মাবলী প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ফলে, এটি দেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক ব্যবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আইনি ভিত্তি এবং বাংলাদেশের আর্থিক খাতের কাঠামো নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১

প্রশ্ন ০৬: ব্যাংকিং কোম্পানি কী?

ব্যাংকিং কোম্পানি হলো একটি প্রতিষ্ঠান যা ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। এটি আর্থিক লেনদেন এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে, যার মধ্যে বাংলাদেশের সকল নতুন ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাংকিং ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম:

- জনগণের কাছ থেকে অর্থ আমানত গ্রহণ।
- এই আমানতগুলো ঋণ প্রদান বা বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার।
- আমানত চাহিদামতো বা নির্ধারিত সময়ে ফেরত দেওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান।
- চেক, ড্রাফট, অর্ডার বা অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেওয়া।

এই কার্যক্রমগুলো ব্যাংকিং কোম্পানির প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে পড়ে।

প্রশ্ন ০৭: ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ব্যাংক কোন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে?

ব্যাংক কোম্পানি নিম্নলিখিত ধরনের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে:

1. **ঋণ গ্রহণ ও আমানত গ্রহণ :** অর্থ আমানত গ্রহণ বা তহবিল সংগ্রহ করা।
2. **ঋণ প্রদান বা অর্থ অগ্রিম প্রদান:** বিনিয়োগ বা জামানত সহ বা ছাড়া ঋণ প্রদান করা।

3. **আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ে লেনদেন:** বিল অব এক্সচেঞ্জ, প্রতিশ্রুতি নোট এবং ডিবেঞ্চার কেনা, বিক্রি করা, গ্রহণ করা এবং সংগ্রহ করা।
4. **আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট ইস্যু করা:** লেটার অব ক্রেডিট, ট্রাভেলার্স চেক, ক্রেডিট কার্ড এবং সার্কুলার নোট প্রদান ও ইস্যু করা।

সীমাবদ্ধতা:

উল্লিখিত কার্যক্রম ছাড়া অন্য কোনো ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি কোনো ব্যাংক কোম্পানিকে দেওয়া হয় না।
এই কার্যক্রমগুলো ব্যাংকিং কোম্পানির কার্যপরিধি নির্ধারণ করে এবং নিয়মের সাথে তাদের সামঞ্জস্য নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন ০৮: ব্যাসেল III অনুযায়ী মূলধনের উপাদানসমূহ কী কী?

অথবা, **নিয়ন্ত্রক মূলধনের প্রধান উপাদানসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।**

ব্যাসেল III অনুযায়ী মোট নিয়ন্ত্রক মূলধন

A. টিয়ার ১ মূলধন (Going-concern Capital):

a. সাধারণ ইকুইটি টিয়ার ১ (Common Equity Tier 1)

b. অতিরিক্ত টিয়ার ১ (Additional Tier 1)

B. টিয়ার ২ মূলধন (Gone-concern Capital):

সাধারণ ইকুইটি টিয়ার ১ মূলধন (Common Equity Tier 1 Capital):

1. **পরিশোধিত মূলধন (Paid up capital):** পরিশোধিত মূলধন হলো শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে কোম্পানি যে অর্থ সংগ্রহ করে। এটি সাধারণত প্রাথমিক বাজারে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়, যেমন আইপিও-এর মাধ্যমে।
2. **অফেরতযোগ্য শেয়ার প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট (Non-repayable share premium account):** শেয়ার প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট হলো শেয়ারের মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে শেয়ার বিক্রি করে অর্জিত অতিরিক্ত অর্থ। এটি কোম্পানির ব্যালান্স শীটে উল্লেখ করা হয়।
3. **আইনগত সংরক্ষণ (Statutory Reserve):** বাংলাদেশ ব্যাংকের আইনি নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ, সিকিউরিটি বা সম্পদ সংরক্ষণ করতে হয়।
4. **সাধারণ রিজার্ভ (General reserve):** ব্যবসার বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে, ভবিষ্যতের ক্ষতি পূরণ করতে, মূলধন বাড়াতে বা শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদানের জন্য ব্যাংকের লাভ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আলাদা করে সাধারণ রিজার্ভ তৈরি করা হয়।
5. **সঞ্চিত মুনাফা (Retained Earnings):** লাভ থেকে সমস্ত ব্যয়, কর এবং শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান শেষে অবশিষ্ট যে মুনাফা থাকে।
6. **লভ্যাংশ সমানকরণ রিজার্ভ (Dividend equalization reserve):** লভ্যাংশের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে বিশেষভাবে তৈরি একটি রিজার্ভ, যা আয়ের ওঠানামা সত্ত্বেও লভ্যাংশে প্রভাব ফেলে না।
7. **সাবসিডিয়ারিগুলোর সংখ্যালঘু শেয়ার (Minority interest in subsidiaries):** মাতৃপ্রতিষ্ঠান দ্বারা মালিকানাধীন নয় এমন সাবসিডিয়ারি কোম্পানির শেয়ারের অংশ।

হ্রাস: টিয়ার ১ মূলধনের ওপর প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক সমন্বয়।

অতিরিক্ত টিয়ার ১ (Additional Tier 1):

1. **চিরস্থায়ী বন্ড (Perpetual Bond):**
   এটি একটি বন্ড যার কোনও মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ নেই। এই বন্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান আসল অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য নয় তবে বন্ডধারীকে নির্দিষ্ট কুপন পেমেন্ট প্রদান করে।

টিয়ার ২ মূলধন (Tier 2 Capital):

1. **সাধারণ প্রভিশন:**
   ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য সংরক্ষিত অর্থ।
2. **সাবঅর্ডিনেটেড ঋণ (Subordinated Debt):**
   এটি এমন একটি ঋণ যা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ঋণ পরিশোধের পরেই পরিশোধিত হয়।

3. **সংখ্যালঘু শেয়ার (Minority Interest):**
   সাবসিডিয়ারি কোম্পানির টিয়ার ২ মূলধনের অংশ।

হ্রাস: টিয়ার ২ মূলধনের ওপর প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক সমন্বয়।

প্রশ্ন ০৯: ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি রেশিও (CAR) কী?

- ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি বলতে ব্যাংকের নিজস্ব মূলধন ব্যবহার করে সম্ভাব্য ক্ষতি শোষণের সক্ষমতাকে বোঝায়।
- এটি একটি ব্যাংকের আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং সামগ্রিক শক্তিমত্তার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
- বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি রেশিও ন্যূনতম ১০% এবং ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার ২.৫% (মোট ১২.৫০%) নির্ধারণ করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকগুলোর কাছে যথেষ্ট মূলধন নিশ্চিত করা, যাতে তারা তাদের কার্যক্রম সমর্থন করতে এবং সম্ভাব্য ক্ষতি শোষণ করতে পারে।
- যদি কোনও ব্যাংক পর্যাপ্ত মূলধন বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক সেই ব্যাংকের কার্যক্রমে অনুমোদন বা সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে পারে।

প্রশ্ন ১০: ব্যাসেল III অনুযায়ী ন্যূনতম ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি রেশিও কত?

- বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি রেশিও ন্যূনতম ১০% এবং ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার ২.৫% (মোট ১২.৫০%) নির্ধারণ করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকগুলোর কাছে পর্যাপ্ত মূলধন নিশ্চিত করা, যাতে তারা কার্যক্রম পরিচালনা করতে এবং সম্ভাব্য ক্ষতি শোষণ করতে পারে।

প্রশ্ন ১১: ব্যাসেল III অনুযায়ী তারল্য মানদণ্ড/অনুপাত কী? ব্যাখ্যা করুন।(What is the liquidity standard/ratio suggested by Basel-III? Explain)
অথবা, LCR এবং NSFR বলতে কী বোঝায়? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ব্যাসেল III ব্যাংকগুলোর স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানোর জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ তারল্য মানদণ্ড প্রবর্তন করেছে: **তারল্য পরিসীমা অনুপাত (Liquidity Coverage Ratio)(LCR)** এবং **নেট স্টেবল ফান্ডিং অনুপাত(Net Stable Funding Ratio) (NSFR)**।

তারল্য কভারেজ অনুপাত (Liquidity Coverage Ratio - LCR):

- LCR নিশ্চিত করে যে একটি ব্যাংক ৩০ দিনের আর্থিক চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট অপ্রতিবন্ধক, উচ্চ মানের তরল সম্পদ বজায় রাখে।
- এটি এমন পরিস্থিতির জন্য তারল্য চাহিদা পরিমাপ করে, যেখানে আমানত এবং অন্যান্য অর্থের উৎস বিভিন্ন মাত্রায় হ্রাস পায় এবং অপ্রচলিত ক্রেডিট সুবিধাগুলো বিভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করা হয়।

দীর্ঘমেয়াদী তহবিল অনুপাত (Net Stable Funding Ratio - NSFR):

- এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত অনুপাত যা তারল্য সামঞ্জস্যের সমস্যাগুলো সমাধান করতে ডিজাইন করা হয়েছে।
- এটি পুরো ব্যালান্স শিট জুড়ে কভার করে এবং ব্যাংকগুলোকে স্থিতিশীল অর্থায়নের উৎস ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে।

ঝুঁকি ওজনকৃত সম্পদের (RWA) সূত্র:
ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ অনুযায়ী:
RWA = এক্সপোজার পরিমাণ x ঝুঁকি ওজন।

- **এক্সপোজার পরিমাণ:** এটি একটি নির্দিষ্ট ঋণগ্রহীতা বা কাউন্টারপার্টির প্রতি ব্যাংকের মোট এক্সপোজারের পরিমাণ, যার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এক্সপোজার এবং ব্যালান্স শিটের বাইরে থাকা আইটেমগুলো অন্তর্ভুক্ত।
- **ঝুঁকি ওজন:** এটি প্রতিটি এক্সপোজারের জন্য নির্ধারিত একটি শতাংশ, যা ঋণগ্রহীতা বা কাউন্টারপার্টির ক্রেডিট ঝুঁকির ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। ব্যাসেল III নির্দেশিকা অনুযায়ী এই শতাংশ পরিবর্তিত হয়।

প্রশ্ন ১২: ঝুঁকি ওজনকৃত সম্পদ (Risk-weighted Asset) আলোচনা করুন উদাহরণসহ।

ঝুঁকি ওজনকৃত সম্পদ (RWA) হলো ব্যাংকের সম্পদের ঝুঁকি পরিমাপের একটি পদ্ধতি। এটি শুধুমাত্র সম্পদের নামমাত্র মূল্যের (Face Value) উপর নির্ভর না করে, সম্পদের ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনা করে এবং সেই অনুযায়ী একটি "ওজন" নির্ধারণ করে। ঝুঁকি যত বেশি, ওজন তত বেশি।

RWA এর সূত্র:

RWA = এক্সপোজার পরিমাণ x ঝুঁকি ওজন।

1. **এক্সপোজার পরিমাণ:** ব্যাংকের একটি নির্দিষ্ট ঋণগ্রহীতা বা কাউন্টারপার্টির প্রতি মোট এক্সপোজারের পরিমাণ। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং ব্যালান্স শিটের বাইরে থাকা আইটেম অন্তর্ভুক্ত।
2. **ঝুঁকি ওজন:** প্রতিটি এক্সপোজারের জন্য নির্ধারিত একটি শতাংশ, যা ঋণগ্রহীতা বা কাউন্টারপার্টির ক্রেডিট ঝুঁকির উপর নির্ভর করে। এটি ব্যাসেল III নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্ধারিত হয় এবং এক্সপোজারের প্রকারভেদে পরিবর্তিত হয়।

উদাহরণ:

1. **বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানে ঋণ:** ধরা যাক, একটি ব্যাংক একটি অত্যন্ত বিশ্বস্ত কোম্পানিকে ১,০০০ টাকা ঋণ দেয়। যদি এই ঋণের ঝুঁকি ওজন ২০% হয়, তবে এই ঋণের জন্য RWA হবে:
   (২০/১০০) × ১,০০০ টাকা = ২০০ টাকা।
2. **কম স্থিতিশীল ব্যবসায় ঋণ:** এবার ধরুন, ব্যাংক একই ১,০০০ টাকা একটি কম স্থিতিশীল ব্যবসায় ঋণ দেয়। যদি এই ঋণের ঝুঁকি ওজন ৮০% হয়, তবে RWA হবে:
   (৮০/১০০) × ১,০০০ টাকা = ৮০০ টাকা।

উপরের উদাহরণগুলোতে দেখা যায়, দুটি ঋণের পরিমাণ একই হলেও ঝুঁকির পার্থক্যের কারণে RWA ভিন্ন হয়।

RWA ব্যাংকগুলোকে তাদের সম্পদের সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য পর্যাপ্ত মূলধন নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। এটি ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি কার্যকর পদ্ধতি।

প্রশ্ন ১৩: শেয়ার কেনার উপর সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করুন।(Explain the Restrictions on Buying of Shares)

ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী শেয়ার কেনার সীমাবদ্ধতা:

1. **শেয়ার মালিকানার সীমা:** একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটি ব্যাংকের শেয়ার কেন্দ্রীভূত হতে পারবে না এবং তারা কোনো ব্যাংকের মোট শেয়ারের ১০ শতাংশের বেশি কিনতে পারবে না।
2. **শেয়ার কেনার জন্য হলফনামার প্রয়োজন:** যে ব্যক্তি ব্যাংকের শেয়ার কিনবেন, তাকে ক্রয়ের সময় হলফনামা জমা দিতে হবে। এতে উল্লেখ থাকতে হবে যে তিনি অন্য কারও এজেন্ট হিসেবে বা অন্য কারও নামে শেয়ার কিনছেন না এবং পূর্বে অন্য কারও নামে শেয়ার কেনেননি।
3. **ঘোষণাপত্র জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক:** এই বিষয়ে একটি ঘোষণাপত্র জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।
4. **মিথ্যা ঘোষণার পরিণতি:** যদি ঘোষণাটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সমস্ত শেয়ার বাংলাদেশ ব্যাংকের অধিগ্রহণে নিয়ে নেওয়া হবে।
5. **উল্লেখযোগ্য শেয়ার মালিকানার সংজ্ঞা:** উল্লেখযোগ্য শেয়ার বলতে কোনো কোম্পানির মোট শেয়ারের ৫% বা তার বেশি মালিকানা বোঝায়।

প্রশ্ন ১৪: ব্যাংক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা কী?

ব্যাংক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের দায়িত্বগুলো হলো:

1. **নীতিমালা প্রণয়ন:** ব্যাংকের নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।
2. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** ব্যাংকের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে ঝুঁকি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা।
3. **অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা:** অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করা এবং নিয়মিত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পর্যালোচনা করা।

কমিটি:

- **নিরীক্ষা কমিটি:** এটি পরিচালনা পর্ষদের এমন সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে, যারা নির্বাহী কমিটির অংশ নয়।
- **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি:** ঝুঁকি তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করার জন্য পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের নিয়ে গঠিত।

পরিচালনা পর্ষদ সঠিক শাসন, নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়ন এবং ব্যাংক কোম্পানির আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন ১৫: ব্যাংকিং কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী লভ্যাংশ প্রদানে ব্যাংকের সীমাবদ্ধতা কী কী?

1. **মূলধনী ব্যয় লেখা বন্ধ করতে হবে:** লভ্যাংশ ঘোষণা করার আগে সমস্ত মূলধনী ব্যয় (Capitalized Expenses) লেখা বন্ধ করতে হবে।
2. **প্রয়োজনীয় মূলধন ও রিজার্ভ ঘাটতি:** যদি প্রয়োজনীয় মূলধন এবং রিজার্ভে ঘাটতি থাকে, তবে নগদ লভ্যাংশ দেওয়া যাবে না।
3. **প্রভিশনের ঘাটতি:** প্রভিশনের ঘাটতি থাকলে লভ্যাংশ ঘোষণা করা যাবে না।

এই নিয়মগুলো ব্যাংক কোম্পানিকে আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং দায়িত্বশীল কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ১৬: ব্যাংকিং কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী ঋণ ও অগ্রিম প্রদান সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা কী কী? (BPE-96th)

1. **নিজস্ব শেয়ারের বিপরীতে ঋণ:** কোনো ব্যাংক নিজস্ব শেয়ারের বিপরীতে ঋণ, অগ্রিম বা অর্থায়ন সুবিধা অনুমোদন করতে পারবে না।
2. **জামানতবিহীন ঋণ:** ব্যাংক কোনো পরিচালনা পর্ষদ সদস্য বা তাদের পরিবারের সদস্যদের জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করতে পারবে না।
3. **স্বার্থের সংঘাত:** যে ব্যক্তির সাথে কোনো পরিচালক পার্টনার বা পরিচালক হিসেবে যুক্ত, তাকে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন প্রয়োজন, এবং সংশ্লিষ্ট পরিচালক সেই সিদ্ধান্তে অংশ নিতে পারবেন না।

এই নিয়মগুলো স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে এবং তহবিলের অপব্যবহার প্রতিরোধ করে।

প্রশ্ন ১৭: ব্যাংক কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের তালিকা সম্পর্কিত বিধানগুলো কী কী?

1. **তালিকা জমা দেওয়া:** প্রতি ব্যাংক কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময় পরপর তাদের খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিতে হবে।
2. **তালিকা প্রচার:** বাংলাদেশ ব্যাংক এই খেলাপি তালিকা দেশের সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠাবে।
3. **ঋণ সুবিধার নিষেধাজ্ঞা:** যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান খেলাপি তালিকায় রয়েছে, তাদের কোনো ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে না।
4. **আইনি পদক্ষেপ:** খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

এই নিয়মগুলো দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ঋণ খেলাপি নিরুৎসাহিত করে।

প্রশ্ন ১৮: বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী ঋণের মেয়াদ পুনঃনির্ধারণের সীমাবদ্ধতা কী কী?

ব্যাংক কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের ঋণের মেয়াদ পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে না:

1. পরিচালনা পর্ষদের সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্য।
2. যে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির জমির মালিক, সহ-পরিচালক বা ব্যবস্থাপনা এজেন্ট হিসেবে কোনো পরিচালক যুক্ত।
3. যে ব্যক্তি কোনো পরিচালক পার্টনার বা জমির মালিক হিসেবে স্বার্থ রাখে।

অবৈধ পুনঃনির্ধারণের শাস্তি:

যদি অনুমোদন ছাড়া ঋণ পুনঃনির্ধারণ করা হয়, তবে দায়ী ব্যক্তিরা নিম্নলিখিত শাস্তি পেতে পারেন:

- সর্বোচ্চ ৩ বছরের কারাদণ্ড।
- সর্বোচ্চ ৩০,০০০ টাকা জরিমানা।
- উভয় শাস্তি একসঙ্গে হতে পারে।

প্রশ্ন ১৯: ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা কী কী?

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিম্নলিখিত ক্ষমতাগুলো রয়েছে:

1. **ঋণ নীতি নির্ধারণ:** ব্যাংকগুলোকে অনুসরণ করার জন্য ঋণ নীতি নির্ধারণ করা।
2. **ঋণের সীমা:** ব্যাংকগুলো কতটুকু ঋণ দিতে পারবে তার সীমা নির্ধারণ করা।
3. **ছোট ঋণের অনুপাত:** মোট ঋণের তুলনায় ছোট ঋণের ন্যূনতম অনুপাত নির্ধারণ করা।
4. **ঋণের উদ্দেশ্য নির্ধারণ:** কোন কোন উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া যাবে তা নির্ধারণ করা।
5. **সুদের হার নিয়ন্ত্রণ:** ঋণের ওপর ব্যাংকগুলো যে সুদের হার ধার্য করবে তা নিয়ন্ত্রণ করা।
6. **অগ্রিম সীমা নির্ধারণ:** কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যাংকগুলো কতটুকু অগ্রিম দিতে পারবে তার সীমা নির্ধারণ করা।

এই ক্ষমতাগুলো ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন ২০: ব্যাংকিং কোম্পানি আইন অনুযায়ী নগদ সংরক্ষণ হার (Cash Reserve Requirement)সংক্রান্ত নিয়মাবলী কী কী?

নগদ সংরক্ষণ হার (CRR):

- সকল ব্যাংকিং কোম্পানির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে নির্দিষ্ট শতাংশ নগদ রিজার্ভ রাখা বাধ্যতামূলক।
- বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে এই শতাংশ পরিবর্তন করতে পারে।
- CRR নগদ আকারে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে রাখা হয়।
- ব্যাংকিং ব্যবস্থায়, CRR হলো একটি নির্ধারিত অনুপাত যা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকের মোট ডিমান্ড এবং টাইম লাইবিলিটিজ (TDTL)-এর ওপর নির্ধারণ করে।
- CRR অর্থনীতিতে টাকার প্রবাহ নিশ্চিত করে।
- ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও (CRR) ৪.০% নির্ধারণ করা হয়।

বাধ্যতামূলক তারল্য অনুপাত (Statutory liquidity ratio)(SLR):

ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুসারে (২০১৩ সালের সংশোধনী সহ):

- **প্রথাগত ব্যাংকিং:**
  প্রথাগত ব্যাংকগুলোকে CRR-এর অতিরিক্ত হিসাবে তাদের মোট ডিমান্ড এবং টাইম লাইবিলিটিজের (TDTL) কমপক্ষে ১৩% স্ট্যাটুটরি লিকুইডিটি রেশিও (SLR) হিসেবে নগদ এবং সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ আকারে রাখতে হবে। এটি প্রতিদিনের ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে।
- **ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং:**
  ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকগুলোর জন্য SLR-এর ন্যূনতম হার হবে মোট ডিমান্ড এবং টাইম লাইবিলিটিজের (TDTL) ৫.৫%।

এই নিয়মগুলো ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আর্থিক শৃঙ্খলা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-21। CRR এবং SLR এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরুন। ডিসেম্বর-১৯, জুন-২২।

CRR এবং SLR এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য:

দৃষ্টিভঙ্গি	নগদ রিজার্ভের হার (CRR)	সংবিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত (SLR)
1. সংজ্ঞা	ব্যাংকগুলিকে তাদের মূলধনের একটি নির্দিষ্ট অংশ নগদ রিজার্ভ হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে রাখতে হয়।	আমানতের একটি অংশ অবশ্যই নির্দিষ্ট তরল সম্পদে বিনিয়োগ করতে হবে যা বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত।
2. উদ্দেশ্য	ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তারল্য নিয়ন্ত্রণ করা এবং ব্যাংকগুলির অত্যধিক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা।	ব্যাংকের তারল্য ও স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করা
3. নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ	বাংলাদেশ ব্যাংক	বাংলাদেশ ব্যাংক
4.প্রয়োজন হিসাব	মোট চাহিদা এবং সময় জমার একটি নির্দিষ্ট অংশ।	মোট চাহিদা ও সময়ের দায়বদ্ধতার একটি নির্দিষ্ট অংশ।

5. সুযোগ	মোট আমানতের জন্য প্রযোজ্য (চাহিদা এবং সময়)	ব্যাংকারে মোট দায়গুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
6. নমনীয়তা	রিজার্ভ, ঋণ/বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।	নির্দিষ্ট তরল সম্পদে বিনিয়োগের অনুমতি দেয়।
7. উপর প্রভাব তারল্য	সরাসরি তারল্য অবস্থানকে প্রভাবিত করে, ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস করে।	অন্যান্য উদ্দেশ্যে তহবিলের ব্যবহার সীমিত করে পরোক্ষভাবে তারল্যকে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন ২২: ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী কোন পরিস্থিতিতে পরিচালকের পদ শূন্য হয়? (BPE-96th)

বাংলাদেশের ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে কোনো ব্যাংকের পরিচালকের পদ শূন্য হতে পারে:

1. **পদত্যাগ:** যদি কোনো পরিচালক পদত্যাগ করেন।
2. **অযোগ্যতা:** যদি কোনো পরিচালক অযোগ্য হয়ে পড়েন। অযোগ্যতার মধ্যে দেউলিয়া হওয়া, মানসিক ভারসাম্যহীনতা, ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়া, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শেয়ার অর্জনে ব্যর্থতা অন্তর্ভুক্ত।
3. **অনুপস্থিতি:** দীর্ঘ সময় ধরে বোর্ড মিটিং থেকে সন্তোষজনক কারণ ছাড়া অনুপস্থিত থাকলে।
4. **অপসারণ:** শেয়ারহোল্ডারদের রেজোলিউশনের মাধ্যমে যদি কোনো পরিচালককে অপসারণ করা হয়।
5. **মৃত্যু:** পরিচালকের মৃত্যুর কারণে।
6. **দেউলিয়া :** যদি পরিচালক দেউলিয়া বা অর্থিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন।
7. **আইনি অক্ষমতা:** যদি কোনো আইনি কারণে পরিচালক দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম হন।
8. **শেয়ার ধারণে ব্যর্থতা:** যদি পরিচালক যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম শেয়ার ধারণ করতে ব্যর্থ হন।
9. **অন্যান্য আইনি কারণ:** ব্যাংক কোম্পানি আইন বা ব্যাংকের বিধিতে উল্লেখিত অন্য কোনো কারণে।

এই নিয়মগুলো ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুশাসন ও দায়িত্বশীল পরিচালনা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন ২৩: কেন কেন্দ্রীয় ব্যাংককে "ব্যাংকারদের ব্যাংক" বলা হয়? ব্যাখ্যা করুন।

অথবা, **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের "সরকারের ব্যাংকার" এবং "ব্যাংকারদের ব্যাংক" হিসেবে কার্যাবলী ব্যাখ্যা করুন। (ডিসেম্বর-১৮, জুলাই-১৮, নভেম্বর-১৭)**

ব্যাংকারদের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী:

1. **ব্যাংকিং সেবা প্রদান:** বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংককে আর্থিক সেবা প্রদান করে।
2. **ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান:** দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ করে।
3. **তরলতার পর্যাপ্ততা বজায় রাখা:** ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত তরলতা নিশ্চিত করে।

সরকারের ব্যাংকার হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী:

1. **সরকারকে আর্থিক সেবা প্রদান:** বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের বিভিন্ন আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।
2. **সরকারি হিসাব ও পেমেন্ট ব্যবস্থাপনা:** সরকারি হিসাব পরিচালনা এবং পেমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে।
3. **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা:** দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা করে।

প্রশ্ন ২৪: বাংলাদেশ ব্যাংক নোট ইস্যু করার ক্ষেত্রে কোন নীতিগুলো অনুসরণ করে? (ডিসেম্বর-১৮)

বাংলাদেশ ব্যাংক নোট ইস্যু করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতিগুলো অনুসরণ করে:

1. **নিরাপত্তা:** নোট জালিয়াতি এবং প্রতারণা থেকে রক্ষা করতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ।
2. **গুণমান:** উচ্চ মানসম্পন্ন নোট তৈরি ও ইস্যু নিশ্চিত করা, যা সহজে চেনা যায় এবং টেকসই হয়।
3. **সহজলভ্যতা:** বাজারের চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে নোট সরবরাহ নিশ্চিত করা।
4. **নকশা:** নোটের নকশা দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং পরিচিতি প্রতিফলিত করে এমনভাবে নির্বাচন করা।
5. **নিয়ম মেনে চলা:** নোট ইস্যু করার ক্ষেত্রে সমস্ত নিয়ন্ত্রক এবং আইনি শর্ত মেনে চলা, যাতে জনগণের মুদ্রার প্রতি আস্থা বজায় থাকে।

এই নীতিগুলো মুদ্রা ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা এবং জনগণের মুদ্রার প্রতি আস্থা বজায় রাখতে সহায়ক।

প্রশ্ন ২৫: কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নোট ইস্যুর একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়েছে। আপনি কি মনে করেন এটি ন্যায়সঙ্গত? BPE-99th.

কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নোট ইস্যুর একচেটিয়া অধিকার দেওয়া যথাযথ, কারণ:

1. **মুদ্রা ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা:** এটি মুদ্রা ব্যবস্থায় একরূপতা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে, যা অর্থনৈতিক আস্থা এবং কার্যক্রমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একাধিক প্রতিষ্ঠানকে মুদ্রা ইস্যু করার সুযোগ দিলে বিভ্রান্তি, অকার্যকারিতা এবং অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হতে পারে।
2. **মুদ্রার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক কার্যকরভাবে মুদ্রার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যা মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রামন্দা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। এর ফলে মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা বজায় থাকে।
3. **মুদ্রার মানের নিশ্চয়তা প্রদান:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার মানের গ্যারান্টি দেয়, যা দেশের সম্পদ ও আর্থিক বিশ্বাসযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে। এই দায়িত্ব কেন্দ্রীভূত করার ফলে জালিয়াতি এবং অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রার ঝুঁকি হ্রাস পায়, যা আর্থিক ব্যবস্থায় জনগণের আস্থা বজায় রাখে।

এই কারণে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একচেটিয়া অধিকার একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য মুদ্রা ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য।

প্রশ্ন ২৬: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক নীতির প্রধান উপকরণগুলো কী কী? (Nov-17, June-13, May-12)

অথবা, বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের আর্থিক নীতি পরিচালনায় যে উপকরণগুলো ব্যবহার করে তা কী কী? (Nov-17, June-13, May-12)

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক নীতির প্রধান উপকরণ:

1. **খোলা বাজার কার্যক্রম (Open Market Operations - OMO):** কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনীতিতে মুদ্রার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারি সিকিউরিটি ক্রয় বা বিক্রি করে।
2. **রিজার্ভ প্রয়োজনীয়তা (Reserve Requirements):** কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকগুলোকে তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ রিজার্ভ হিসাবে ধরে রাখতে বাধ্য করে।
3. **মূল্যছাড় হার (Discount Rate):** কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ দেওয়ার জন্য যে সুদের হার নির্ধারণ করে, তা ঋণগ্রহণ খরচ এবং অর্থনীতিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রভাবিত করে।
4. **ঋণসীমা (Credit Ceiling):** কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনীতিতে ঋণের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যাংকগুলো কতটুকু ঋণ দিতে পারবে তার সীমা নির্ধারণ করে।
5. **নৈতিক চাপ (Moral Suasion):** কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রভাব এবং অনুরোধের মাধ্যমে ব্যাংকগুলোকে সুদের হার পরিবর্তন বা ঋণপ্রদানের নীতিমালা সংশোধনে উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন ২৭: কেন্দ্রীয় ব্যাংক "লাস্ট রিসোর্ট ঋণদাতা" কেন? ব্যাখ্যা করুন। (Nov-17, Dec-15, Dec-14, BPE-99th)

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো "লাস্ট রিসোর্ট ঋণদাতা" হওয়া।

1. **আর্থিক সংকটের সময় সহায়তা প্রদান:** যখন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক সংকটে পড়ে এবং অন্য কোনো উৎস থেকে ঋণ পায় না, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক জরুরি ঋণ প্রদান করে।
2. **আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা:** এই ভূমিকা আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে এবং সিস্টেমিক ধস প্রতিরোধ করে।
3. **বিশ্বাস ও আস্থা বজায় রাখা:** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই ক্ষমতা ব্যাংকিং ব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থা এবং স্থিতিশীলতার অনুভূতি বাড়ায়।

এই কারণে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন-28। দেশে ডিজিটাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য সম্প্রতি একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রকাশিত নির্দেশিকা সম্পর্কে আপনার ধারণার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। BPE-97th।

১. **ডিজিটাল ব্যাংকিং কি? একটি ডিজিটাল ব্যাংক এবং একটি প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে মূল পার্থক্য কী?**

ডিজিটাল ব্যাংকিং: ডিজিটাল ব্যাংক হল এক ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা প্রথাগত শারীরিক শাখা গুলির উপর নির্ভর না করেই প্রাথমিকভাবে অনলাইন বা মোবাইল অ্যাপের মতো ডিজিটাল চ্যানেলগুলির মাধ্যমে তার আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার

করে, সুবিধা, দক্ষতা এবং গ্রহণযোগ্যতাযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ ব্যাংকিং পরিষেবা সরবরাহ করে। ডিজিটাল ব্যাংকগুলি উদ্ভাবনী ব্যাংকিং সমাধান প্রদানের জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং তাদের গ্রাহক-কেন্দ্রিক পন্থা এবং সুবিন্যস্ত ক্রিয়াকলাপের জন্য পরিচিত।

ডিজিটাল ব্যাংকিং এবং প্রচলিত ব্যাংকিং থেকে পার্থক্য:

ক্যাটাগরি	ডিজিটাল ব্যাংক	প্রচলিত ব্যাংক
শাখা উপস্থিতি	কার্যত শারীরিক শাখার থাকে না।	শারীরিক শাখা থাকে।
সার্ভিস গ্রহণযোগ্যতা	ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিষেবাগুলি অনলাইনের প্রদান করা হয়।	অনলাইন এবং অফলাইন উভয় পরিষেবা অফার করে।
অবকাঠামো	উন্নত প্রযুক্তি অবকাঠামোর উপর নির্ভর করে।	প্রযুক্তি এবং ম্যানুয়াল প্রক্রিয়ার সমন্বয় ব্যবহার করে।
গ্রাহক সমন্বয়	সমন্বয় প্রাথমিকভাবে ডিজিটাল।	মুখোমুখি পরিষেবার বিকল্পগুলি প্রদান করে।
খরচ এর গঠন	শারীরিক শাখার অভাবের কারণে পরিচালন খরচ কম ।	ভৌত অবকাঠামোর কারণে উচ্চ পরিচালন ব্যয়।

২. ডিজিটাল ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

ডিজিটাল ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে:

- সম্পূর্ণ ডিজিটাল এবং শাখাবিহীন পরিচালিত হয়।
- এআই, ব্লকচেইন এবং মেশিন লার্নিংয়ের মতো উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করে।
- ডিজিটাল চ্যানেলের মাধ্যমে বিস্তৃত আর্থিক পরিষেবার বিধান করে।
- সাইবার নিরাপত্তা এবং ডেটা সুরক্ষার উপর উচ্চ জোর দেয়।
- উদ্ভাবনী এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক পণ্য এবং পরিষেবা প্রদান করে।

৩. আপনি কি মনে করেন যে ডিজিটাল ব্যাংক আমাদের ব্যাংকিং শিল্পে একটি বিঘ্নকারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে? মতামত দিন?

বাংলাদেশের ব্যাংকিং শিল্পে ডিজিটাল ব্যাংকগুলির একটি বিঘ্নকারী শক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তারা উদ্ভাবন, বর্ধিত গ্রহণযোগ্যতাযোগ্যতা এবং দক্ষতা নিয়ে আসে, যা গ্রাহকদের জন্য প্রতিযোগিদের থেকে আরও ভাল পরিষেবার দিকে নিয়ে যেতে পারে। প্রযুক্তির ব্যবহার করে, ডিজিটাল ব্যাংকগুলি পরিষেবার বাইরে থাকা স্থানে পৌঁছতে পারে, ব্যক্তিগত পরিষেবা অফার করতে পারে এবং সামগ্রিক ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা উন্নত করতে পারে। এটি ঐতিহ্যবাহী ব্যাংকগুলিকে উদ্ভাবন এবং মানিয়ে নেওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ করতে পারে, যা আরও গতিশীল এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক ব্যাংকিং খাতের দিকে নিয়ে যায়। যাইহোক, সাফল্যের মাত্রা নির্ভর করবে নিয়ন্ত্রক সহায়তা, গ্রাহক গ্রহণযোগ্যতা এবং আস্থা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য ডিজিটাল ব্যাংকগুলির ক্ষমতার মতো বিষয়গুলির উপর।

প্রশ্ন ২৯: বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য কী? (BPE-99th)

প্যারামিটার	বাণিজ্যিক ব্যাংক	নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (NBFI)
প্রধান কাজ	আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান এবং পেমেন্ট সেবা প্রদান।	লিজিং, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইত্যাদি আর্থিক সেবা প্রদান।
আমানত সুবিধা	জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করতে পারে।	জনগণের কাছ থেকে চলতি আমানত গ্রহণ করতে পারে না।
নিয়ন্ত্রক সংস্থা	বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
লক্ষ্য বাজার	সাধারণ জনগণ এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।	নির্দিষ্ট আর্থিক সেবা এবং ব্যবসায়িক উদ্যোগ।
কার্যক্রমের পরিধি	বিস্তৃত ব্যাংকিং সেবা প্রদান।	প্রধানত বিনিয়োগ ও বীমার মতো অ-ব্যাংকিং আর্থিক সেবা।

প্রশ্ন ৩০. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ সরবরাহ ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে আলোচনা করুন? জুন-১৪, ডিসেম্বর-১৩।

অথবা, ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝায়? ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করুন।

অথবা, ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপকরণগুলো ব্যাখ্যা করুন। ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝায়?

ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ:

ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য নেওয়া ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে অর্থনীতিতে আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা হয়।

ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো:

1. **রিজার্ভ প্রয়োজনীয়তা:** ব্যাংকগুলিকে তাদের আমানতের নির্দিষ্ট শতাংশ রিজার্ভ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে রাখতে হয়। এটি অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকর পদ্ধতি।
2. **মৌলিক আর্থিক নীতি:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার সমন্বয় এবং খোলা বাজার কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থ সরবরাহ এবং ঋণপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।
3. **ঋণ সীমা নির্ধারণ:** ব্যাংকগুলির ঋণ প্রদানের পরিমাণ সীমিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ সীমা নির্ধারণ করে। এটি অতিরিক্ত ঋণ প্রদান ও মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে সহায়ক।
4. **নৈতিক অনুরোধ:** বাংলাদেশ ব্যাংক পরামর্শ এবং প্রভাব ব্যবহার করে ব্যাংকগুলিকে নির্ধারিত নীতিমালা মেনে চলতে উৎসাহিত করে।
5. **সরাসরি নিয়ন্ত্রণ:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরাসরি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট খাতের ঋণ সীমাবদ্ধ করে এবং আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন ৩১: আর্থিক নীতির (Monetary Policy) লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী?

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক নীতির মূল লক্ষ্যগুলো হলো:

1. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং মূল্য স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।
2. টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করা।
3. বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা।
4. অর্থ এবং ঋণের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা।
5. দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

প্রশ্ন ৩২: লক্ষ্যভিত্তিক ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Selective Credit Control) কী? ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য আলোচনা করুন। (ডিসেম্বর ২১)

লক্ষ্যভিত্তিক ঋণ নিয়ন্ত্রণ:

লক্ষ্যভিত্তিক ঋণ নিয়ন্ত্রণ হলো নির্দিষ্ট খাত বা কার্যক্রমে ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি, যা নির্দিষ্ট আর্থিক লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশে লক্ষ্যভিত্তিক ঋণ নিয়ন্ত্রণ বৈশিষ্ট্য:

1. নির্দিষ্ট খাতে ঋণ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে সুদের হার পরিবর্তন, ঋণ সীমা নির্ধারণ এবং রিজার্ভ প্রয়োজনীয়তার মতো ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
2. কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়।
3. যদিও এটি কিছু ক্ষেত্রে সফল হয়েছে, তবে অনিয়ন্ত্রিত ঋণ এবং নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা এড়ানোর মতো সমস্যাও দেখা দিয়েছে।

প্রশ্ন ৩৩: ব্যাংকিং কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী ঋণ সীমার সাধারণ সীমাবদ্ধতাগুলো কী? (BPE-96th)

বাংলাদেশের ব্যাংকিং কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী ঋণ সীমার সাধারণ সীমাবদ্ধতাগুলো হলো:

1. **নিজস্ব শেয়ারের বিপরীতে ঋণের নিষেধাজ্ঞা:** কোনো ব্যাংক তার নিজস্ব শেয়ারের বিপরীতে ঋণ বা অগ্রিম প্রদান করতে পারবে না।
2. **জামানতবিহীন ঋণে সীমাবদ্ধতা:** জামানতবিহীন ঋণ প্রদান কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য সীমাবদ্ধ, যেমন ব্যাংকের পরিচালক বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য।
3. **স্বার্থের সংঘাত:** যেসব কোম্পানিতে ব্যাংকের পরিচালকের স্বার্থ রয়েছে, সেসব কোম্পানিকে ঋণ প্রদান করতে বিশেষ বিধিনিষেধ রয়েছে।
4. **একক সত্তার ওপর ঋণের সীমা:** একক ব্যক্তি বা কোম্পানির জন্য ঋণের মোট পরিমাণ ব্যাংকের মূলধনের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করতে পারবে না।
5. **বিধি অনুযায়ী অনুমোদন:** নির্ধারিত সীমার বেশি ঋণ বা সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের লিখিত অনুমোদন প্রয়োজন।

এই সীমাবদ্ধতাগুলো ব্যাংকিং ব্যবস্থার আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে এবং সুশৃঙ্খল ঋণ প্রদান নিশ্চিত করতে সহায়ক।

প্রশ্ন ৩৪: ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধনী) আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৭(ক) বাংলাদেশ ব্যাংককে দুর্বল ব্যাংক কোম্পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ (Prompt Corrective Action - PCA) গ্রহণ এবং মর্জার বা পুনর্গঠনের মতো সমাধানমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইনগত ক্ষমতা প্রদান করেছে। আপনি কি মনে করেন এই সংশোধনী ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা এবং সুশাসন আনতে সহায়ক হবে? BPE-98th.

হ্যাঁ, ২০২৩ সালের ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধনী) আইন, ধারা ৭৭(ক) বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রাথমিক পদক্ষেপ (PCA) এবং দুর্বল ব্যাংক কোম্পানির জন্য মর্জার বা পুনর্গঠনের মতো সমাধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করেছে। এটি ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এর প্রভাব:

1. **প্রাথমিক হস্তক্ষেপ:** PCA এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারবে। এটি আরও ক্ষতি এবং আর্থিক ব্যবস্থার ঝুঁকি প্রতিরোধে সহায়ক হবে।
2. **শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা:** কঠোর নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা এবং সমাধানমূলক কার্যক্রম প্রয়োগের মাধ্যমে সংশোধনী ব্যাংকগুলিকে সুষ্ঠু আর্থিক চর্চা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বজায় রাখতে উৎসাহিত করবে।
3. **স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা:** এই সংশোধনী ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার সময়মতো প্রতিবেদন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপের প্রকাশ নিশ্চিত করে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বাড়াবে।
4. **স্থিতিশীলতা বজায় রাখা:** মর্জার বা পুনর্গঠনের মতো সমাধানমূলক ব্যবস্থা দুর্বল ব্যাংকগুলোর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে এবং সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থার ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়ক হবে।

এই সংশোধনী বাংলাদেশ ব্যাংককে ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতাগুলো কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার ক্ষমতা দেয়, যা স্থিতিশীলতা, শৃঙ্খলা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩

প্রশ্ন ৩৫: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান:

১৯৯৩ সালের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন অনুযায়ী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে একটি অ-ব্যাংকিং সত্তাকে বোঝায় যা আর্থিক সেবা প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি বা নির্মাণ খাতে ঋণ ও অগ্রিম প্রদান। এছাড়াও, শেয়ার, বন্ড এবং সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ, পুনঃবিনিয়োগ, আন্ডাররাইটিং এবং কিস্তি লেনদেন (যেমন মেশিনারি বা যন্ত্রপাতি লিজিং) অন্তর্ভুক্ত। উদীয়মান ব্যবসায়ীদের ভেঞ্চার ক্যাপিটাল অর্থায়ন দেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। এর উদাহরণ হলো মার্চেন্ট ব্যাংক, বিনিয়োগ কোম্পানি, মিউচুয়াল অ্যাসোসিয়েশন, লিজিং কোম্পানি এবং বিল্ডিং সোসাইটি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব:

1. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** আর্থিক সেবা অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
2. **দারিদ্র্য বিমোচন:** আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মাইক্রোফাইন্যান্স প্রদান করে দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখতে পারে।
3. **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি:** আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা তৈরি করতে সহায়ক।
4. **কর্মসংস্থানের সুযোগ:** আর্থিক খাত কর্মসংস্থান তৈরি করে এবং অর্থনীতির সামগ্রিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

প্রশ্ন ৩৬: ১৯৯৩ সালের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সিং সংক্রান্ত নিয়মাবলী কী কী?

লাইসেন্সিং সংক্রান্ত বিধান:

লাইসেন্স প্রদানের আগে বাংলাদেশ ব্যাংককে নিম্নলিখিত বিষয়ে নিশ্চিত হতে হয়:

- আর্থিক পরিস্থিতি।
- ব্যবস্থাপনার গুণমান।
- মূলধন কাঠামো এবং উপার্জন সক্ষমতার পর্যাপ্ততা।

- স্মারকলিপিতে উল্লিখিত উদ্দেশ্য।
- জনস্বার্থ রক্ষার জন্য।

প্রশ্ন ৩৭: ১৯৯৩ সালের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী কী কী?
বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

- আমানত ও ঋণের সর্বোচ্চ সুদের হার নির্ধারণ।
- ব্যক্তির জন্য ঋণের সীমা নির্ধারণ।
- ঋণ পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণ।
- ঋণের উপর সুদের হার গণনার পদ্ধতি নির্ধারণ।
- ব্যক্তিদের প্রদানকৃত ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ।
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে রিজার্ভ প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ।
- জনস্বার্থ ও আর্থিক নীতি উন্নয়নের জন্য অন্যান্য নিয়মাবলী প্রণয়ন।

প্রশ্ন ৩৮: এনবিএফআই-গুলো আমানত সংগ্রহে কী কী সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়? ২০২৩ সালের ফাইন্যান্স কোম্পানি আইনে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? BPE-98th.
এনবিএফআই-গুলোর আমানত সংগ্রহের সীমাবদ্ধতা:

1. **আমানত সংগ্রহের সীমাবদ্ধতা:** এনবিএফআই-গুলো প্রচলিত ব্যাংকের মতো ডিমান্ড ডিপোজিট সংগ্রহ করতে পারে না। তারা সাধারণত ফিক্সড ডিপোজিট বা টার্ম ডিপোজিট সংগ্রহ করতে পারে।
2. **অমানত বীমার অভাব:** এনবিএফআই-গুলোর আমানত ব্যাংকের মতো ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্সের আওতায় পড়ে না, যা আমানতকারীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে।
3. **নিয়ন্ত্রক সীমা:** এনবিএফআই-গুলোর জন্য আমানতের পরিমাণ ও প্রকার নির্ধারণে কঠোর নিয়ন্ত্রক সীমা রয়েছে।
4. **বিশ্বাস ও বিশ্বাসযোগ্যতার ঘাটতি:** এনবিএফআই-গুলো আমানতকারীদের মধ্যে বিশ্বাস এবং আস্থা তৈরি করতে ব্যাংকের তুলনায় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

২০২৩ সালের ফাইন্যান্স কোম্পানি আইনে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা:

1. **উদার মালিকানা বিধান:** আইনটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিদেশি মালিকানার উচ্চতর সীমা নির্ধারণ করতে পারে।
2. **বিনিয়োগ প্রণোদনা:** বিদেশি বিনিয়োগকারীদের করছাড় বা কর অব্যাহতির মতো প্রণোদনা প্রদান।
3. **নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া সরলীকরণ:** বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া সহজ এবং আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা কমানো।
4. **উন্নত শাসন ব্যবস্থা:** আইনটি শাসনব্যবস্থা ও স্বচ্ছতা বাড়ানোর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়ায়।

Artho Rin Adalat Ain, 2003

প্রশ্ন: Q-39. অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর প্রধান বিধানসমূহ এবং এর সর্বশেষ সংশোধন আলোচনা করুন । BPE-96th. BPE-99th।
অথবা, অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এবং ২০১০ এর নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন ।

অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ বাংলাদেশের একটি বিশেষ আদালতের মাধ্যমে ঋণ ও আর্থিক দাবি পুনরুদ্ধার নিয়ন্ত্রণ করে। এর প্রধান বিধানসমূহ হল:

1. **নির্ধারিত সময়ে মামলার নিষ্পত্তি:** নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে, যা দ্রুত আইনি ফলাফল নিশ্চিত করে।
2. **অযৌক্তিক দাবির সীমাবদ্ধতা:** আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অযৌক্তিক বা অতিরঞ্জিত দাবিকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, যা ন্যায্যতা নিশ্চিত করে।
3. **সমন প্রেরণ:** সমন ও নোটিশ প্রদান নির্ধারিত পদ্ধতির মাধ্যমে হতে হবে, যা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে।
4. **সম্পত্তি নিলাম:** ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য দেনাদারের সম্পত্তি নিলাম করা যেতে পারে, তবে তা সঠিক আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে।

5. **দেওয়ানি শাস্তি:** চরম ক্ষেত্রে, ঋণদাতার আইনসঙ্গত কারণ ছাড়াই ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে নাগরিক কারাদণ্ডের সম্মুখীন হতে হতে পারে।
6. **মীমাংসার প্রক্রিয়া:** কার্যক্রম চলাকালে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য মীমাংসাকে উৎসাহিত করা হয়।

এই আইন আর্থিক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি এবং আর্থিক ব্যবস্থার সচ্ছতা রক্ষায় সহায়ক।

২০০৩ সালের অর্থ ঋণ আদালত আইনের নতুন বৈশিষ্ট্য:

- মামলার দাখিল এবং ন্যূনতম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রায় প্রদানের পদ্ধতি সহজীকরণ।
- নথিভুক্ত প্রমাণের ওপর জোর এবং মৌখিক যুক্তিতর্কের ওপর কম গুরুত্ব।
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resolution) ব্যবস্থা, যেখানে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে মধ্যস্থতা বা মীমাংসা সভার মাধ্যমে সমাধান করার সুযোগ।
- **সীমা আইন, ১৯০৮**-এ পরিবর্তন।
- রায়ের চূড়ান্ততার নীতিতে পরিবর্তন।

২০১০ সালের অর্থ ঋণ আদালত আইনের নতুন বৈশিষ্ট্য:

- ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ছাড়াই বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবে।
- মামলার যেকোনো পর্যায়ে সালিশি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মামলার নিষ্পত্তি করা যাবে।
- ডিক্রির এক বছরের মধ্যে কার্যকর মামলা দায়ের করতে হবে।
- ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের নির্দেশে বিজ্ঞপ্তি একটি সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হবে।
- কার্যকর মামলার আপত্তি জানাতে জমা দিতে হবে মাত্র ১০% অর্থ।
- নিলামে অংশগ্রহণকারী বিডারদের ২০%, ১৫%, এবং ১০% জমা দিতে হবে যথাক্রমে ১০ লাখ, ১০-৫০ লাখ, এবং ৫০ লাখ টাকার বেশি মূল্যের জন্য।
- বাকি অর্থ প্রদানের সময়সীমা ৩০-৯০ দিনের মধ্যে।
- উচ্চ আদালতে আপিল করার সময়সীমা ৬০ দিন।
- ডিক্রি করা অর্থের ওপর সুদের হার ৮% থেকে বাড়িয়ে ১২%, আপিল বা পুনর্বিবেচনার জন্য ১৬%, এবং উচ্চ আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের জন্য ১৮%।
- রিট পিটিশন খারিজ হলে ২৫% সুদ ধার্য করা হবে।

প্রশ্ন ৪০: অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুসারে মামলা দায়েরের আগে ঋণ আদায়ে ব্যাংকারদের দায়িত্ব ও করণীয় কী?

1. সম্পত্তি বিক্রি বা বিক্রির চেষ্টা না করা পর্যন্ত কোনো মামলা দায়ের করা যাবে না।
2. সম্পত্তি বিক্রি সম্ভব না হলে নিলামের মাধ্যমে বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।
3. নিলামের বিজ্ঞপ্তি একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক এবং একটি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে।
4. বিডারদের ২০%, ১৫%, এবং ১০% অর্থ জমা দিতে হবে যথাক্রমে ১০ লাখ, ১০-৫০ লাখ, এবং ৫০ লাখ টাকার বেশি মূল্যের জন্য।
5. বিডারদের মোট অর্থ প্রদানের সময়সীমা যথাক্রমে ৩০, ৬০, এবং ৯০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

প্রশ্ন ৪১: অর্থ ঋণ আদালত কীভাবে আটকে থাকা ঋণ পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে? BPE-99th

অর্থ ঋণ আদালত বাংলাদেশের আটকে থাকা ঋণ পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

1. **আইনি কাঠামো:** ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া ঋণগ্রহীতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের জন্য ব্যাংকগুলোর জন্য একটি আইনি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে।
2. **সম্পত্তি জব্দ:** আদালত ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি জব্দ করার আদেশ দিতে পারে, যা ঋণের পরিমাণ পুনরুদ্ধারে ব্যবহৃত হয়।
3. **বিরোধ নিষ্পত্তি:** ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতার মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করে, যা ন্যায্য সমাধান নিশ্চিত করে।
4. **দ্রুত কার্যপ্রক্রিয়া:** ঋণ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া দ্রুত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে, যাতে বিলম্ব হ্রাস পায়।

5. **ঋণ পরিশোধ উৎসাহিত করা:** আদালতের ক্ষমতা এবং আইনি কার্যক্রম ঋণগ্রহীতাদের সময়মতো ঋণ পরিশোধে উৎসাহিত করে।

এই ব্যবস্থাগুলো বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থায় ঋণ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে কার্যকর ও স্থিতিশীল করতে সহায়ক।

প্রশ্ন ৪২: আপনি কি মনে করেন অর্থ ঋণ আদালত আইন এবং দেউলিয়া আইন বিদ্যমান আইনসমূহ ঋণখেলাপি মোকাবেলায় যথেষ্ট? আলোচনা করুন। BPE-96th

বাংলাদেশে অর্থ ঋণ আদালত আইন এবং দেউলিয়া আইনের কিছু শক্তি ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা ঋণখেলাপিদের মোকাবেলায় প্রাসঙ্গিক।

1. **অর্থ ঋণ আদালত আইন:** এই আইনটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য একটি বিশেষায়িত আইনি কাঠামো প্রদান করে। এটি দ্রুত ঋণ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে এবং মামলার জট কমায়। তবে, এটি কিছু সময়ে অতিরিক্ত কঠোর বলে বিবেচিত হতে পারে, যা ঋণগ্রহীতাদের আইনগত প্রতিকার চাওয়ার ইচ্ছাকে নিরুৎসাহিত করতে পারে।
2. **দেউলিয়া আইন:** এই আইনটি দেউলিয়া পরিস্থিতির সুশৃঙ্খল সমাধান নিশ্চিত করে। এটি দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার জন্য একটি আইনি প্রক্রিয়া প্রদান করে। তবে, এর প্রয়োগ প্রায়শই জটিল এবং দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে।

উভয় আইনই ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতার স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে। তবে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের জন্য দ্রুত সমাধান এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। এই আইনগুলোর কার্যকারিতা অনেকাংশে সঠিক বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন ৪৩: আপিল এবং পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করুন।

- আপিল দায়েরের জন্য ডিক্রি করা অর্থের ৫০% অর্থ জমা দিতে হয়। এটি ৫০ লাখ টাকার কম হলে জেলা জজ এবং ৫০ লাখ টাকার বেশি হলে হাইকোর্টে দায়ের করা হয়।
- আপিল নিষ্পত্তিতে ৯০ দিন সময় লাগে এবং প্রয়োজনে ৩০ দিনের সময় বাড়ানো যায়।
- পুনর্বিবেচনার মামলার জন্য ডিক্রি করা অর্থের ৭৫% জমা দিতে হয়।
- পুনর্বিবেচনা মামলার নিষ্পত্তিতে ৬০ দিন সময় লাগে এবং প্রয়োজনে ৩০ দিন বাড়ানো যায়।

প্রশ্ন ৪৪: ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর সাম্প্রতিক সংশোধনীতে ঋণখেলাপিদের সম্পর্কিত বিধানসমূহের আলোকে প্রশ্নের উত্তর দিন। (BPE-97th)

(ক) ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি বলতে কী বোঝায়?

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হলো এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা ঋণ পরিশোধের আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ পরিশোধ করে না। এর মধ্যে থাকতে পারে:

- চুক্তি অনুযায়ী ঋণের অর্থ অন্য কাজে ব্যবহার করা।
- ব্যাংকের সম্মতি ছাড়াই ঋণের অর্থ অন্য ব্যবসায় বা ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর।
- বন্ধকি সম্পত্তি লুকানো বা বিক্রি করা।
- ব্যাংককে বিভ্রান্ত করার জন্য মিথ্যা নথি বা আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান।

(খ) ঋণখেলাপি গোষ্ঠীর সহযোগী প্রতিষ্ঠান কি নতুন ঋণ পেতে যোগ্য হবে?

বাংলাদেশে ঋণখেলাপি গোষ্ঠীর সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নতুন ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা সাধারণত সীমিত। নিয়মগুলো বিবেচনা করে:

- সহযোগী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক নির্ভরশীলতা এবং ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ।
- সহযোগী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বাস্থ্যের ইতিহাস।
- সহযোগী প্রতিষ্ঠান ঋণখেলাপির সঙ্গে কোনো অবৈধ কার্যক্রমে জড়িত কিনা।

(গ) অভ্যাসগত ঋণখেলাপিদের জন্য প্রধান পরিণতি কী?

অভ্যাসগত ঋণখেলাপিদের জন্য গুরুতর পরিণতি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

- ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বন্ধকি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা নিলামে বিক্রয়।
- ভবিষ্যতে ঋণের জন্য উচ্চ সুদের হার এবং কঠোর শর্ত।

- ক্রেডিট ইতিহাসে নেতিবাচক প্রভাব, যা ভবিষ্যতে অর্থায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (CIB)-তে তালিকাভুক্তি, যা আর্থিক বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

(ঘ) ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের জন্য আপনি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন?

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে:

- আইনগত প্রক্রিয়া শুরু করা, যেমন দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা।
- ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কালো তালিকাভুক্তি।
- সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা বা দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরু করা।
- ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে তাদের অবস্থা প্রকাশ করা, যা তাদের ব্যবসার সুনাম নষ্ট করে।
- মামলা চলমান থাকাকালীন তাদের দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা।

এই ব্যবস্থা ঋণখেলাপিদের দায়িত্বশীল আচরণে বাধ্য করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রশ্ন ৪৫: ব্যাংকিং খাতে সুশাসন উন্নত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী কী নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে? আপনার মতামত দিন। (BPE-98th)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকিং খাতে সুশাসন উন্নত করতে নিম্নলিখিত নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে:

1. **তদারকি শক্তিশালী করা:** ব্যাংকগুলো সুশাসনের মান বজায় রাখছে কিনা তা নিশ্চিত করতে তদারকি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা।
2. **স্বচ্ছ রিপোর্টিং:** ব্যাংকগুলিকে তাদের সুশাসন কার্যক্রম এবং কর্মক্ষমতার তথ্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া।
3. **সুশাসনের নির্দেশিকা:** ব্যাংক পরিচালনা এবং পরিচালনা পর্ষদের জন্য স্পষ্ট নির্দেশিকা ও আচরণবিধি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন।
4. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা:** ঝুঁকি সনাক্ত, মূল্যায়ন এবং নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামো বাস্তবায়ন।
5. **বিষয় উত্থাপনকারীদের সুরক্ষা:** ব্যাংকের ভেতরে সুশাসন লঙ্ঘনের অভিযোগকারী ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ।
6. **প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা:** ব্যাংকের কর্মী ও পরিচালনা পর্ষদের জন্য সুশাসনের সর্বোত্তম চর্চা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রদান।
7. **নিয়মিত অডিট:** সুশাসনের মান নিশ্চিত করতে নিয়মিত অডিট এবং নিরীক্ষা পরিচালনা করা।

এই ব্যবস্থা ব্যাংকিং খাতে দায়িত্ব, স্বচ্ছতা এবং সঠিকতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখবে।

প্রশ্ন ৪৬: ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ কমাতে কী কী নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত? আপনার মতামত দিন। (BPE-98th)

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ কমাতে নিচের নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত:

1. **তদারকি শক্তিশালী করা:** ব্যাংকগুলো যেন ঝুঁকিহীন ঋণ প্রদান এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মান বজায় রাখে তা নিশ্চিত করতে নিয়ন্ত্রক তদারকি বৃদ্ধি।
2. **ক্রেডিট রিস্ক নিয়ন্ত্রণ:** ঋণগ্রহীতার ক্রেডিটযোগ্যতা মূল্যায়ন, ঋণ পোর্টফোলিও পর্যবেক্ষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য কঠোর নির্দেশিকা।
3. **ঋণ শ্রেণিবিন্যাস ও সংস্থান:** ব্যাংকের ঋণের ঝুঁকি প্রোফাইল সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে সময়মতো ঋণ শ্রেণিবিন্যাস এবং সংস্থানের প্রয়োজনীয়তা বাস্তবায়ন।
4. **সুশাসন ও স্বচ্ছতা:** ঋণ পরিচালনার ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পরিচালনা পর্ষদের তদারকি এবং প্রকাশ প্রয়োজনীয়তা উন্নত করা।
5. **আইনি কাঠামো উন্নত করা:** ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা, দ্রুত আইনি প্রক্রিয়া এবং প্রয়োগ ব্যবস্থার উন্নতি।
6. **ক্ষমতা বৃদ্ধি:** ব্যাংকের কর্মীদের জন্য ঋণ ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ঋণ পুনরুদ্ধারের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি।
7. **ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো শক্তিশালী করা:** ক্রেডিট ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ব্যাংকের মধ্যে তথ্য ভাগাভাগির জন্য ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোকে আরও কার্যকর করা।

এই ব্যবস্থা খেলাপি ঋণের ঝুঁকি হ্রাসে সহায়ক হবে এবং ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে।

প্রশ্ন ৪৭: মি. 'X' এর উপর ABC ব্যাংক PLC-এর ৪ কোটি টাকা ঋণ খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ৩.৫ কোটি টাকার বন্ধকি সম্পত্তি সেই ঋণের সাথে বন্ধক রাখা হয়েছে। অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী ঋণ পুনরুদ্ধারে ব্যাংক কী পদ্ধতি অনুসরণ করবে? (BPE-98th)

অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী ব্যাংক নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে:

1. **আইনি নোটিশ:** মি. 'X'-কে ঋণের বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য একটি আইনি নোটিশ ইস্যু করবে, যা সাধারণত ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।
2. **মামলা দায়ের:** মি. 'X' যদি নোটিশ পাওয়ার পর ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে ব্যাংক অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করবে।
3. **আদালতের কার্যক্রম:** আদালত উভয় পক্ষের যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপনের ভিত্তিতে শুনানি পরিচালনা করবে।
4. **রায় প্রদান:** প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত মি. 'X'-কে বকেয়া ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিয়ে রায় প্রদান করবে।
5. **রায় কার্যকর:** যদি মি. 'X' আদালতের রায় অনুসারে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে ব্যাংক রায় কার্যকর করার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারে।
6. **বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রয়:** বন্ধকি সম্পত্তি ৩.৫ কোটি টাকার মূল্যের হলে ব্যাংক এটি বিক্রি করে বকেয়া ঋণ পুনরুদ্ধার করবে।

এই আইনি কাঠামো ব্যাংকগুলোকে দ্রুত এবং কার্যকর ঋণ পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন ৪৮: অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর অধ্যায় VII (ধারা ৪০-৪৪) অনুযায়ী আপিল এবং পুনর্বিবেচনার জন্য কী কী শর্ত এবং সময়সীমা রয়েছে?

আপিল:

- আপিল করার জন্য ডিক্রি করা অর্থের ৫০% জমা দিতে হবে।
- ডিক্রি ৫০ লাখ টাকার কম হলে জেলা জজের কাছে এবং ৫০ লাখ টাকার বেশি হলে হাইকোর্টে আপিল করতে হবে।
- আপিল ৯০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে, তবে প্রয়োজনে ৩০ দিন সময় বাড়ানো যেতে পারে (ধারা ৪১)।

পুনর্বিবেচনা:

- পুনর্বিবেচনার জন্য ডিক্রি করা অর্থের ৭৫% জমা দিতে হবে।
- পুনর্বিবেচনা মামলা ৬০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে, তবে প্রয়োজনে ৩০ দিন সময় বাড়ানো যেতে পারে (ধারা ৪২)।